এ বিধান প্রযোজ্য.. আর মুসলিমদের মাঝে সম্পাদিত অঙ্গীকার তো আরো কঠিন ও দৃঢ়তর, তাই তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করাও আরো বড় কবীরা গুনাহ। আবার সবচেয়ে দৃঢ় চুক্তি বা অঙ্গীকারসমূহের একটি হলো- ইমামের অঙ্গীকার (বা বাইয়াত), যা অধীনস্থ লোকেরা তাঁকে দিয়ে থাকে।» [জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম] এছাড়াও খলীফাতুল মুসলিমীনের বায়াত ভঙ্গের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্কবাণী রয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (متفق عليه ").

«কোন লোক যদি ‘আমীরের (খলীফাহ ও খলীফাহ কর্তৃক নিয়োজিত আমীরের) কোন কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা, যে লোক আনুগত্য থেকে এক বিঘতও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলী যুগের মৃত্যুর মত।» [বুখারী ও মুসলিম]. এখানে «তার মৃত্যু হবে জাহিলী যুগের মৃত্যুর মত।» হাদীসের এই অংশের ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন, সে পাপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, আবার কেউ বলেছেন সে কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কারণ, «জাহেলী» শব্দটি একাধিক অর্থ বহন করে। এটি পাপাচার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- আবু যর (রাদিআল্লাহু আনহু) কে সম্বোধন করে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেনঃ"إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ" «তোমার মধ্যে জাহিলিয়াত বিদ্যমান», আবার জাহেলী শব্দটি কুফরি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন- হুজাইফা (রা) এর হাদীসঃ " إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ " «আমরা জাহিলীয়্যাত ও অকল্যাণের মধ্যে জীবন যাপন করতাম; অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের ইসলামের এ কল্যাণ দান করেছেন।» [বুখারী ও মুসলিম]

খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধানঃ

ন্যায়পরায়ন মুসলিম ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম, এতে কোন দ্বিমত নেই। যারা বিদ্রোহ করবে তাদেরকে প্রথমে আহ্বান করে বুঝানো হবে, তারপরেও না মানলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে, যতক্ষণ না তারা মুসলিম সুলতানের আনুগত্য মেনে নেয়। অপরদিকে কাফের শাসকের ব্যাপারে বিধান হলো, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে পদচ্যুত করা সামর্থ্যবান লোকদের জন্য ওয়াজিব; এতে কোন দ্বিমত নেই।

তবে ফাসেক ও জালেম খলীফাহর ব্যাপারে উম্মাহর সালাফগণ ইখতিলাফ করেছেন। কেউ বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব; এই পক্ষের দলীল হলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ। আবার কেউ কেউ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছেন; এই পক্ষের দলীল ছিলো-" مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ " «কোন লোক যদি ‘আমীরের কোন কিছু অপছন্দ করে, তবে তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে।» -এই নির্দেশসূচক হাদীসসমূহ। অতপর, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জমহূর আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জালেম ইমামদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। আবু জা'ফর ত্বাহাবী বলেনঃ «আমরা মুসলিম ইমাম ও শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয মনে করি না, যদিও তারা জুলুম করে থাকেন; আর তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করি না, আর তাদের আনুগত্য থেকেও হাত গুটিয়ে নেই না। আমরা মনে করি, তাদের আনুগত্য করা আল্লাহ তাআ'লার আনুগত্য করার মতো ফরজ, যতক্ষণ না তারা পাপাচারের নির্দেশ দেন। এবং আমরা তাদের সংশোধন ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করি।» [আকিদাতুত-ত্বাহাবিয়া]

ইয়া আল্লাহ, আমাদের নবী মুহাম্মদের ﷺ উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

বাইয়াতের সংজ্ঞাঃ

ইবনুল আসীর বলেন, «বাইয়াত অর্থ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এটা ঠিক পারস্পরিক আদানপ্রদানের মতো বিষয়, যেখানে একজন অন্যজনকে আন্তরিক আনুগত্য পাওয়ার অধিকার প্রদান করে।» আর-রাগিব বলেনঃ «শাসকের প্রতি বাইয়াত প্রদানের অর্থ হলো, তাকে সবিনয় আনুগত্য প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে "بَيْعَة" ও "مُبَايَعَة" উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়।» [আন-নিহায়াহ] ইবনে খালদুন বলেন, «বাইয়াত হলো, আনুগত্যের ব্যাপারে অঙ্গীকার। বাইয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি তার আমিরের কাছে নিজের ও মুসলিমদের যাবতীয় বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা ও পরিচালনার কর্তৃত্ব সমর্পণ করা ও এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।» [আল-মুকাদ্দিমাহ]

এই বাইয়াতের ফলে আমীর ও তাঁর অধীনস্থদের উপর কিছু কর্তব্য ওয়াজিব হয়ে যায়ঃ আমীরের কর্তব্য হলো, অধীনস্থদের সার্বিক বিষয় শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করা। আর অধীনস্থদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর অবাধ্যতা না করে যথাসাধ্য আমীরের কথা শুনা ও মান্য করা; অনুকূলে হোক কিংবা প্রতিকূলে হোক, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم
بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

«নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।» [সূরা নিসাঃ ৫৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা শাসকশ্রেণীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন শরীয়া মোতাবেক পদ ও দায়িত্বের আমানত কেবল যোগ্য লোকদের হাতেই অর্পণ করে, সম্পদের আমানত প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়, আর বিচার করার সময় যেন ন্যায়পরায়নতা বজায় রাখে। অতপর আল্লাহ তাআ'লা সাধারণ মুসলিমদের সম্বোধন করে বলেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ
وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

«হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গের (খলীফাহ ও আমীরদের) অনুগত হও।» [সূরা নিসাঃ ৫৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এই দুই আয়াতের আলোকে শাসক ও শাষিতদের কর্তব্য ব্যাখ্যা করে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যার শিরোনাম "শাসক ও তার অধীনস্থদের সংশোধনে শরীয়া প্রদত্ত রাস্ট্রব্যবস্থা"।

খিলাফাহর প্রতি বাইয়াতের কিছু বিধিবিধান:

১- মুসলিমদের ইমাম মনোনীত হবেন উম্মাতের "আহলুল হাল ওয়াল আক্দ"-এর বাইয়াত প্রদানের মাধ্যমে। [আহলুল হাল ওয়াল আক্দ হলেন সেসকল আলেম, আমীর, নেতা ও মানুষের মাঝে বিশেষ মর্যাদার অধীকারী ব্যক্তিবর্গ যাদের মধ্যে ন্যায়পরায়নতা ও ইমাম নির্বাচনের যোগ্যতা (ইলম ও হিকমাহ) আছে এবং যারা উক্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য

ইমামের নিকট সহজে উপস্থিত হতে পারেন] ব্যতিক্রম, যদি কেউ অস্ত্রবলে তাদেরকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করে নেয়।

২- খলীফাহকে বাইয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" مسلم

«যে ব্যক্তি (ইমামের কাছে) বাইআত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।» (মুসলিম)

৩- অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখলকারী ইমামের প্রতিও বাইয়াত প্রদান ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: «কেউ যদি অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল করে খলিফা হয়ে যায়, এবং আমিরুল মুমিনিন উপাধি লাভ করে, তাহলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন ব্যক্তির জন্য ঐ খলিফাকে ইমাম না মেনে এক রাতও অতিবাহিত করা জায়েয হবে না। খলিফা সদাচারী হোক বা পাপাচারী হোক, তিনি তো আমিরুল মুমিনিন।» [আল-আহকামুস-সুলত্বানিয়্যাহ- আবু ইয়া'লা]

৪- ইমামের বাইয়াত সর্বদাই জারি থাকবে, যদি না তিনি মৃত্যু বরণ করেন, অথবা শারিরীক অক্ষমতা বা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার মতো কোন পরিস্থিতি চলে আসে, যার ফলে তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। [আল-আহকামুস-সুলত্বানিয়্যাহ- আল-মাওয়ারদী]

৫- একই সময় দু'জনকে মুসলিমদের ইমাম বানানো বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا". مسلم

«যদি দু'খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয় তবে তাদের দুজনের শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে।» (মুসলিম)

অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও বাইয়াত ছিন্নকারীর বিধান :

অঙ্গীকার যেমনই হোক না কেন, তা ভঙ্গ করা কবিরা গুনাহ। কারণ, এ বিষয়ে আল্লাহর সতর্কবাণী এসেছে; তিনি বলেনঃ

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ
أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

«যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।» [সূরা রা'দঃ ২৫]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

"أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَنْ إِذَا
حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ" متفق عليه

«যে ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি অভ্যাস রয়েছে সে মুনাফিক্ব। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস থাকে, তা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিক্বীর একটি স্বভাব থাকেঃ (১) যে কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়া'দাহ্ করলে তা ভঙ্গ করে, (৩) ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, (৪) এবং চুক্তি করলে বিশ্বাসঘাতকতা করে।» [বুখারী ও মুসলিম]

ইবনে রজব এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ «যেকোনো ধরণের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম; তা মুসলিমের সাথে হোক কিংবা অমুসলিমের সাথে হোক। অঙ্গীকারবদ্ধ কাফেরের ক্ষেত্রেও